Comilla Zilla School Alumni Association

নির্বাচন কমিশন

কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ নির্বাচন-২০২৫

কুমিল্লা জিলা স্কুল অ্যালামনাই এসোসিয়েশন

সুত্রঃ নিক/২১

তারিখঃ ২৬ অক্টোবর ২০২৫

নির্বাচন আচরণবিধি

১। প্রচারণার ক্ষেত্রে সবাই সমান অধিকার পাইবে। প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পণ্ড বা উহাতে বাধা প্রদান বা ভীতি সঞ্চারমূলক কার্যক্রম করা যাইবে না। নির্বাচনী প্রচারণাকালে কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রার্থীর নামে অপপ্রচার বা ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করিয়া বক্তব্য প্রদান বা কোন ধরনের তিক্ত বা উস্কানিমূলক বা মানহানিকর, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না, এতে প্রার্থীর প্রার্থিতার বৈধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। বাধা প্রদান বা অপপ্রচারকারীর বিরুদ্ধে কমিশন আইনআনুগ ব্যবস্থাগ্রহণ সহ প্রার্থিতা বাতিলের অধিকার রাখে।

২। কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার বলপ্রয়োগ বা অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না।

৩। কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে ভোটারদের কাছে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার বা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৪। স্কুল প্রাঙ্গনে সভার দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। স্কুল প্রাঙ্গনের ভিতরে স্কুল ছুটির দিন সভার তারিখ ধার্য করা যেতে পারে। কোন অবস্থাতে স্কুলের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত করা যাবে না।

৫। পোস্টার, ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।-

(ক) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি তাহাদের পছন্দনীয় জায়গায় জমি মালিকের অনুমতি স্বাপেক্ষে নির্ধারিত স্থানে ব্যানার (এক্স- ব্যানার) রাখিতে পারিবেন বা হ্যান্ডবিল বিলি করিতে পারিবেন।

(খ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ব্যানার (এক্স- ব্যানার) এর উপর অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ব্যানার (এক্স- ব্যানার) রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যানার (এক্স- ব্যানার) এর কোন প্রকার ক্ষতিসাধন তথা বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাইবে না।

(গ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য হ্যান্ডবিল, লিফলেট বা ব্যানারে প্রার্থী তাহার নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে পারিবেন না।

(ঘ) হ্যান্ডবিল, লিফলেট বা ব্যানারে প্রার্থীর ছবি সাধারণ ছবি (Portrait) হইতে হইবে এবং কোন অনুষ্ঠান, মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমায় ছবি কোন অবস্থাতেই ছাপানো যাইবে না।

(ঙ) কালি বা রং দ্বারা কোন স্থাপনায় প্রচারণামূলক কোন লিখন বা অংকন করিতে পারিবেন না। আঠা, পিন, পেরেক ইত্যাদি কোন কিছু দিয়ে ব্যানার বা পোষ্টার স্থায়ী ভাবে কোন স্থানে লাগানো যাবেনা, শুধুমাত্র এক্স- ব্যানার ব্যবহার করা যাবে, যেটা সহজে স্থানান্তরিত করা যায় এবং যা নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সহজে এবং দ্রুততম সময়ে সরিয়ে ফেলা সম্ভব।

(চ) সামাজিক তথ্য মাধ্যমের প্রচার রঙ্গিন হইতে পারিবে কিন্তু ছাপানো কাগজ সাদা কালো রঙের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে হইবে।

৬। কোন ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, নৌ-যান, ট্রেন কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বাহির করিতে পারিবে না কিংবা কোনরূপ শোডাউন করিতে পারিবে না।

৭। নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার করা যাইবে না।।

৮। নির্বাচনে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালাইতে পারিবে না।

৯। কোন প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচনী প্রচারণায় কোন গেইট বা তোরণ নির্মাণ করিতে পারিবেন না কিংবা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। নির্বাচনী প্রচারণার জন্য কোন প্যান্ডেল তৈরি করিতে পারিবেন না।

১০। নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না:

১১। কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না।

১২। ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে অস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য বহন করিতে পারিবেন না:

১৩। ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী কর্মকর্তা কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী পোলিং এজেন্ট, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক, অনুমোদিত সাংবাদিক এবং কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে।

১৪। এ ছাড়া যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো প্রার্থী ৫ (পাঁচ) জনের অধিক কর্মী ও সমর্থককে সঙ্গে লইয়া জনসংযোগ করিতে পারিবেন না, এবং উক্তরূপ জনসংযোগকে কোনভাবে পথসভা, মিছিল বা জনসভায় রূপান্তর করা যাইবে না।

১৫। নির্বাচন বিধিমালার এবং এই নির্বাচন আচরণ বিধি এবং যে কোন বিধানের লঙ্ঘন "নির্বাচন অনিয়ম" হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অনিয়মের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা নিবন্ধিত প্রার্থী প্রতিকার চাহিয়া নির্বাচনী কমিশন বরাবরে দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবে।

১৬। কোন তথ্যের ভিত্তিতে বা অন্য কোন ভাবে কমিশনের নিকট কোন নির্বাচন অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হইলে, কমিশন নিজে অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

১৭। নির্বাচনের ভোট গ্রহণের ২৪ ঘন্টা পূর্বে বা ২৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯ টার পর আর কোন প্রচার-প্রচারনা করা যাইবেনা।

১৮। নির্বাচনের দিন নির্বাচন কমিশন কুমিল্লা জিলা স্কুল খেলার মাঠে ভোটারদের জন্য সাময়িক বিশ্রাম নেয়ার ব্যবস্থা করিবেন। উক্ত বিশ্রামের সীমানার মধ্যে প্রত্যেক প্রার্থী সর্বোচ্চ দুইটি স্ট্যান্ডার্ড এক্স-ব্যানার স্থাপন করতে পারবেন।

১৯। নির্বাচন কমিশন যে কোন সময় প্রয়োজন অনুযায়ী নূতন বিধি-বিধান চালু করিতে পারিবেন এবং উপরোক্ত আচরণ বিধির সাময়ীক পরিবর্তন, পরিমার্জন, সম্প্রসারণ, সংকোচন করিতে পারিবেন।

বিগ্রেডিয়ার জেনারেল আনোয়ার সাদাত **আবু মোঃ ফুয়াদ, পিএসসি (অবঃ)** **নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশন**	**অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী** **নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশন**	**এ.কে.এম. কামরুল ইসলাম, এফসিএ** **প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশন**